সারস্বত

SARASWAT

Publisher: KOLKATA CULTURAL SOCIETY JAPAN

2014

সারস্বত
প্রথম বর্ষ
২০১৪

সূচীপত্র

Contents

1	Saraswati Puja Program		4
2	Note		5
3	পুষ্পাঞ্জলী মন্ত্রঃ		6
4	সম্পাদকীয়		7
5	About KCSJ		7
6	Message from the President's desk	Swapan Biswas	8
7	Devi Saraswati	Shibani Shibata	9
8	サラスワティ	森山繁	10
9	Memories of Kolkata	Chie Toyohara	10
10	God	Megumi Hiromitsu	12
11	ফেরা	শুভশ্রী চ্যাটার্জী	15
12	দূরে কোথায় দূরে দূরে	শম্পা বসু	18
13	শব্দছক	কেয়া ভট্টাচার্য্য	20
14	Living Fossil	Kousik Bhattacharya	21
15	অসমাপ্ত	সুকুমার ভট্টাচার্য্য	21
16	School Life (Drawing)	Ayano Sasaki	22
17	Christmas tree (Drawing)	Dishita Biswas	22
18	Shuji (Drawing)	Haruka Hiromitsu	22
19	Drawing	Indranee Banerjee	23
20	Drawing	Suvanwit Roy	23
21	My father with Netaji	Motoyuki Negishi	24
22	Our well-wishers		25
23	Our supporters		26-
24	Some moments of KCSJ		31

Team SARASWAT

Amartya Banerjee ; Dipankar Biswas ; Hiromitsu Megumi

Kaustav Bhattachariya ; Palash Sarkar ; Soma Das (*Cover design*)

Subrata Mondal ; Sumon Paul ; Swapan Biswas

Tanmoy Majumder ; Tetsuo Shibata

Saraswati Puja Program

9th February 2014

অনুষ্ঠান সূচি

- পূজারম্ভ : ১১টা ~
- অঞ্জলি প্রদান : ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত
- প্রসাদ বিতরণ : ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত
- আরতি প্রদান : ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত

Event Schedule

- Puja start: 11:00 ~
- Worship (Anjali): 12:00 ~ 13:00
- Prasad Distribution (Lunch): 13:00 ~ 15:00
- Cultural program: 15:00 ~ 19:00
- Arti: 19:00 ~ 20:00

イベントスケジュール

- プジャ開始 : 11:00 ~
- 礼拝 : 12:00 ~ 13:00
- プロサド（昼御飯） : 13:00 ~ 15:00
- インドの音楽,歌,踊り : 15:00 ~ 19:00
- プジャ終了イベント : 19:00 ~ 20:00

Please stay with us

Kolkata Cultural Society Japan

Website: http://kcs-japan.com

E-Mail: info@kcs-japan.com

পুষ্পাঞ্জলী মন্ত্রঃ

ওঁ জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে।

বীনারঞ্জিত পুস্তক হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবী নমহস্তুতে।।

নমঃভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।

বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যা-স্থানেভ্য এব চ।।

এস স-চন্দন পুষ্পবিল্ব পত্রাঞ্জলি সরস্বতৈ নমঃ।।

প্রনাম মন্ত্রঃ

নমো সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাংদেহি নমোহস্তুতে।।

জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে।

বীনারঞ্জিত পুস্তক হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবী নমহস্তুতে।।

সরস্বতীর স্তবঃ

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেত পুষ্পোপশোভিতা।

শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতাগন্ধানুলেপনা।।

শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা।

শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারবভূষিতা

বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈর্চ্চিতা দেবদানবৈঃ।

পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈঋষিভিঃ স্তুয়তে সদা।।

স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম্।

যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়ং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে।।

সম্পাদকীয়

হাতে খড়ি দিয়ে পথ চলা শুরু হয়েছিল এই তিথিতেই |

সে পথের দিশা ছিল অজানা, রুপ ছিল অচেনা | শুধু বেতালা হাতটা ধরে এই পথটাকেই জীবনের লক্ষ্য বলে চিনিয়ে দিয়েছিল আরেকটা বড় হাত | তারপর, জীবনের দীর্ঘ দিন, রুক্ষ পথ ধরে হাঁটা, একে একে বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডী পার হয়ে আজ আমরা পরবাসী..... থুড়ি প্রবাসী !!

জীবিকার বা জীবনের প্রয়োজনে এই উদয় সূর্য্যের দেশে এসে এক হয়েছি আমরা কয়েকজন, বাঙালিয়ানা যাদের রক্তে, বাঙালি ঐতিহ্য যাদের হৃদয়ে | তাই জাপানের মাটিতে ২০০৭ সাল থেকে শুরু হলো মাতৃবন্দনা কলকাতার কুমোরটুলি থেকে আনা প্রতিমাকে কেন্দ্র করে | দৈনন্দিন কর্মময় জীবনের ঘেরাটোপে থেকেও এই প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হলো একমাত্র কিছু মানুষের সহৃদয়তা ও সহযোগিতার ফলে | এরপর মাতৃবন্দনার ধারাবাহিকতার গর্ভেই জন্ম নিল শারদীয়া পূজা পত্রিকা- আগমনী, ২০১৩ সালের অক্টোবরে |

একই ছাদের তলায় আজ আবার সবাইকে এক করে দিল সেই প্রার্থনা, যার নাম- বানিবন্দনা |

হয়ত কিছু দ্বায়িত্বও দিয়ে দিল, আজকের ছোট ছোট হাতগুলোকে সেই পথটা চেনানোর | কৈশোরের যে দিনটা ছিল কাঁধে দায়িত্ব নেওয়ার, সুষম আয়োজনের ভার নেওয়ার, প্রথম নিজেকে বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি করে তোলার, একদিনের জন্য নিজের কাছে বড় হয়ে ওঠার, আজকে সেই দিনটাই বিছিন্ন হয়ে পড়া কিছু প্রাণকে এক জায়গায় জড়ো করলো সেই চেতনার সৌরকিরণে- সুর্যোদয়ের দেশে, যে কিরণের আরেক নাম- সারস্বত |

সারদা বন্দনার পাশাপাশি এবছর প্রকাশ পেল কিছু চিন্তা, কিছু মতামত, কিছু জীবনবোধ, প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প | আর এরই মাধ্যমে গড়ে উঠলো এই নতুন পত্রিকা সারস্বত |

মহাশ্বেতা আরাধনার পুণ্য প্রভাতে আমি KCSJ-এর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের যাদের সহৃদয় সাহায্য ছাড়া এই প্রকল্প প্রকল্পই থেকে যেত. তাদের মধ্যে অন্যতম Embassy of India (Japan), Japan India Association, Indo Tsushin, Iskcon New Gaya Japan, Vedanta Society of Japan and others |

আবার সকল শুভানুধ্যায়িদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ও সমস্ত বাঙালির আশির্বাদ সাথে নিয়ে শুরু হলো এই পথ চলা | আমাদর সাথে রাখুন, সঙ্গে থাকুন |

ধন্যবাদান্তে,

কলকাতা কালচারাল সোসাইটি জাপান

About our organization (KCSJ)

Kolkata Cultural Society Japan

Our organization “KCSJ” was established in 2007 and started its journey with Holy Saraswati Puja. It is a Bengali organization in Japan of about 50 active members who are well established and voluntarily contributing for the organization. Our aim is to introduce and share Indian culture in Japanese society. We usually organize Indian cultural programs, Independence Day Celebration, Holy Durga Puja, Holy Saraswati Puja and other events in Japan. We started the biggest festival of WestBengal (India) Holy Durga Puja from 2012. On the year 2013 we published the first edition of our yearly Durga Puja magazine “AGOMONI”. This is the 8th year of our(KCSJ) Holy Saraswati Puja celebration. This year we have published the 1st edition of our Saraswati Puja magazine “SARASWAT”.

We cordially request all of you to participate and make our organization a stronger and more vibrant one. May this saraswati Puja bring happiness to you and your family and fill your life with joy and prosperity.

Warm wishes on Holy Saraswati Puja.

KCSJ Members

Message from the President's desk

Dear All,

I feel greatly privileged in writing to you to convey my thoughts as we all embark to start our journey in this new year (2014) with new hopes, inspirations & new scales to achieve. What started about 8 years back was a cluster, which has now evolved into a bigger organization by associating ourselves with various global organizations. We have been able to spread awareness of our organization "KCSJ" which eventually has inspired many new members to join as well. To take it forward & remain connected culturally we welcome you all on the auspicious event "SARASWATI PUJA 2014" to be held on 9th February, 2014. To make all members feel at home & to give the touch of origin, we will go on giving our best endeavor to organize such events time-to-time. Let me tell you that such events or such thinking of this magnitude would not have been possible without your active participation & cooperation. Such events does not remain restricted to Indians only but we see a beautiful intermingling of culture where nationalities from other countries also join the same & we get a good opportunity to know each other & also to share inter-cultural thoughts & opinions.

As the famous poet Rabindranath Tagore said - **"Dibe r nibe, milabe, milibe, jabe na fire, ei bharat er mahamanaber sagar o tire".**

We, at KCSJ feel this is the best way to introduce our unique Bengali Culture to this foreign nation by organizing these kind of cultural event here in Tokyo. Moreover, this will help us to connect culturally with each other, strengthening our relationship & making our bond stronger. It was not easy to arrange this kinds of events in this busy city, where everybody is busy & whenever we get some leisure time, it gets dedicated to family. But with the uncompromising adherence & will-force of some we have been able to think of such events & give it a shape.

Now, worship of Saraswati cannot be completed without writing, poems, story, drawing & so on. We are going ahead one step further by publishing, for the first time, the festival magazine "SARASWAT". Thanks to all (living in Japan or outside of Japan) who have put lots of time and effort to make the release of our festival magazine "SARASWAT" possible. I would like to express my gratitude from bottom of my heart to "The Embassy of India", "The Japan-India Association(日印協会)" and all of our valuable guests, sponsors, well-wishers without whose help this would not have been possible.

Our commitment remains in making KCSJ a bigger organization & sharing platform on a bigger scale. I would again like to thank all who are associated with this organization directly or indirectly, for having faith in us, believing us & giving us a share of their time, efforts & most importantly love. We love this country as well & would like to make our strategic ties stronger as an organization & also as a country. Looking forward to seeing you & your family in Saraswati Puja. Till then, stay well, stay healthy & fit.

Swapan Kumar Biswas

(President of KCSJ)

Dated: 31st January 2014

Place: Tokyo

Devi Saraswati.

The Goddess of Wisdom

Sarbani shibata *(Broadcast navigator)*

Om Saraswati Mahabhage, Vidye Kamala Lochone |
Viswaroopey Vishalaksmi, Vidyan Dehi Namahstutey ||
Jayajaya Devi, Chorachoro sharey, Kuchoyugo Shobhito Mukuta Haaarey |
Veena ronjita, Pushtoka Hostey, Bhagabatibharoti Devi Namahstutey ||

"May Goddess Saraswati ...
Who is fair like jasmine - coloured Moo,
And whose pure white garland is like frosty dew drops,
Who is adorned in radiant white attire,
On whose beautiful arm rests the "Veena"
And whose throne is a white lotus;
Who is surrounded & respected by the Gods, Protect me
May you fully remove my lethargy, sluggishness and ignorance"

(English translation of the "Mantra " ...prayer of Goddess Saraswati)

Saraswati is the daughter of Lord Shiva & Goddess Durga, the Goddess of knowledge & arts, represent the free flow of Wisdom & Consciousness. She is the Mother of Vedas. The chants to her called "Saraswati Vandane" often begin & end of Vedic lessons.

It is believed that Goddess Saraswati endows human beings with the power of speech, wisdom & learning.

She has four hands representing the four aspect of human personality in learning, those are Mind, Intellect, Alertness & Ego. She has sacred scriptures in one hand & in the second hand she has a Lotus as a symbol of True knowledge. She plays the music of Love & Life on a string instrument called VEENA with her other two hands. She is dressed in white which is a symbol of Purity and rides on a White Swan symbolising " Sattwa Goona "or Purity & Discrimination .

Saraswati is also a prominent figure in Buddhist iconography -- the consort of Manjusri.

The learned & intellectual attach greater importance to the worship of Goddess Saraswati. As a practise only educated people worship her for knowledge & wisdom. They believe only Saraswati can grant "Moksha" - the final liberation of the soul.

Saraswati's birthday "Vasant Panchami" is a Hindu Festival celebrated every year on the fifth day of bright fortnight of the lunar month of "Magha" Hindus celebrate this festival with great ardour in temples, home & educational institutes alike.

This year Kolkata Cultural Association of Japan is taking a great effort to celebrate this Festival in Tokyo .This is certainly a great achievement on their part to celebrate this year Saraswati Puja along with the various cultural programmes & spread the message of cultural exchange & friendship. My Heartiest Congratulation & all good wishes to the enthusiastic organisers of Kolkata Cultural association to make this festival a Grand Success.

Kolkata.
16th January 2014.

サラスワティ

森山繁(タブラ演奏家)

私のインド滞在中のサラスワティー・プージャーはとても思いで深いものばかりです。

タブラの師匠(ラッチュー・マハーラージ)のバナラシの家で、普段一度に集まることのないインド全土に住むグルバーイー(兄弟子)たちと歓談し、音楽について語り、そして彼らの演奏を一度に聴きおおいに感銘をうけたものです。また、町中のいたるところに準備されたサラスワティー女神の像の周りには、像がガンジス川に流されるその瞬間まで絶えず子供たちが笑顔で踊り歌っていました。知恵と芸術の喜びの中で多くの人が幸せに暮らせるよう、サラスワティー女神にお祈り申し上げます。

सरस्वती

Shigeru Moriyama

सरस्वती पूजा की यादें मेरे मन मे बस गई हैं।
मेरे तबले के गुरु-जी,श्री लच्छू महाराज जी,के वाराणसी के घर में पूरी भारत से आकर जमे हुए गुरु-भाई लोगों से आदान-प्रदान करना,उन लोगों के साथ संगीत के बारे में खुभ बात-चीत करना,बड़े बड़े कलाकारों की हाथों से निकली चमक दमक सूरों से समय भूल कर आनन्द मिलना और बाहर में हर गल्ली गल्ली पर सरस्वती माँ की बड़ी सुन्दर सी मूर्तियाँ और उंके नीचे गाये नाचे बच्चे, उंको गंगा जी पर विसर्जन करना...।

ये सब मेरी अच्छी अच्छी स्मृतियाँ हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सरस्वती माँ हम लोगों को विद्या कला के आनंद रखें।
शीगेरू मोरीयामा (तबला वादक)

コルカタでの思い出

豊原　智恵

2013 年 3 月 27 日、ホーリーの日に私はコルカタへやってきました。人身売買や奴隷待遇の被害者である女性の自立をサポートする、NGO, Destiny Foundation でインターンをするためです。もともと海外に興味があり大学でヒンディー語を勉強し始めたことがきっかけで、2012 年に日本インド学生会議に参加しました。大学ではボランティア活動で非営利団体と接する機会があり、当時流行りでもあった NGO や社会的ビジネスの現場で実際に働いてみたいと思っていました。そこで、学生会議で訪問させていただいた縁で、コルカタの Destiny でインターンをすることにしました。

約半年間のコルカタ生活について書きたいことは沢山ありますが、ふたつ、NGO での思い出話をしたいと思います。

Destiny では 20 歳前後の女の子がバッグやキッチン雑貨を製作、販売し、経済的自立を目指しています。販売前には、スタッフで検品をして配送するので、私もよく商品をチェックしていました。糸の切れている箇所が見つかると、誰が作ったのか尋ねては縫い直しをお願いしました。それも 1 つや 2 つではありません。多いときは 10 個中 5 個が縫い直しということも。同じ子が何度もミスをすると、チェックする私もイライラして「はい、ここ！」と、つい投げやりに補正をお願いすることもありました。彼女たちも縫い直しの度に糸を替えねばならず、この依頼は嬉しいものではなかったはずです。しかし、細かく言いすぎたかな、落ち込んでいるかな、と反省していると、何事もなかったように「はい、チェックしてね」と笑って持ってきてくれる子たちでした。

また、ワークショップの中でお互いの良いところを伝え合うワークをしました。何を言われるんだろうと思っていると、「いつも細かいところまで製品を見ていて、チェックをしてくれるところ！」と言ってくれたのです。自分の作った物を点検されるのは嬉しいことではないはずなのに、まさかそこをいいところだと思っているとは驚きました。加えて、良い製品を作りたいという思いがあると分かって嬉しくなりました。

Destiny での日々は、異文化の中で自分のやるせなさをもどかしく思うことが多くありました。しかし同時に、素直な Destiny Girls に心癒されながら、彼女たちに学ぶものも多くあったのです。

Memories of Kolkata

Chie Toyohara

On March 27th 2013, I arrived in Kolkata. The day was the first day of Holi festival, which is known as a festival of colors. I came here to join an NGO called Destiny Foundation to work as an intern. Their mission is to end human trafficking and slavery through the economic empowerment of survivors. There were two reasons why I joined Destiny. First, I was interested in overseas and started to learn Hindi in university. Then I got a chance to join the 16th Japan India Student Conference in 2012. In the conference, I had an opportunity to visit Destiny Foundation. Second, I did some volunteer works with such non-profit organizations in my university days. Through the works I got an interest in working in an NGO or a social business firm. Therefore I have decided to join Destiny team.

I had a tremendous amount of exciting memories in Kolkata, but I have to choose one of them to tell you. I will tell you two stories about Destiny girls. There are ten girls of around 20 years old girls in Destiny Team. They are trained to make bags and kitchen goods and sell them to get economic independence. Staffs check products before shipping. I used to help this checking process. When I found a miss stitch or frayed thread, I asked girls to do re-sewing. They made a miss-stitching not only one time. They sometimes had to sew again five out of ten goods they made. I got irritated and asked them to redo in impolite way when girls made mistakes again and again. They had to change a thread when they stitch a defective one. This request did not make happy them. I sometimes regretted about

treating them too strictly so that they might be depressed. However they submitted products after re-stitching with a smile as if they did not have any problem.

Here is another episode of the girls. We held a workshop of telling strong points of each other. I was wondering what girls talk about me. Actually they said “Chie has the best eyes to check products. You can find any mistake.” It really surprised me. It must have been uncomfortable to have one’s own products checked by others. I thought they had understood checking products was important to keep the products’ quality. Thus I felt happy because I could know they had some sense of responsibility.

I felt difficulty of explaining my idea and opinion clearly. I had frustration because there were different ways of thinking and values between Destiny girls and I. However I learned a lot from the difficulty and frustration. And I also got healed through communicating with innocent Destiny girls.

.

神

廣光　恵

数年前コルカタに住んでいたとき、カタックダンスの師匠Srabani Banerjeeから「家でサラスワティ プジャを行うから、あなたも来なさい」と言われ、始めてホーム プジャというものを観る機会を得ました。お借りしたサリー姿でラーダとクリシュナの恋の戯れの曲を踊ったのは、とてもよい思い出です。

インド舞踊は、神に捧げる、というコンセプトがベースとなっています。しかし、日本人の私には、シバも、クリシュナも、サラスワティも、異国の神であり、親しみのないもの。ましてや、その神々のために踊る、というのは、当時の私には、心理的、習慣的に壁がありました。私は、舞踊を単なる身体を動かす〝ダンス〟として捉えていたのです。

来日公演回数も多いSrabani師匠は、日本の習慣や食べ物、日本人の気質を良く知っています。しかし、彼女にもなかなか理解できないものがありました。それは、日本人の宗教観、信仰でした。私は師匠に毎週怒られていました。「あなたは歳をとってから踊りを始めたし、感情表現ができない。沢山の日本のカタックダンサーを見てきたけど、感情表現は苦手ね。心が感じられない」と。1年間は、毎回レッスンが終わると、師匠の家を出たとたんに涙が出て、メトロまでの暗い道を泣きながら歩きました。私は、何も言い返せなかったのです。「インドの神様はよくわからない」と言ってしまえば、失礼にあたりますから、それは口が裂けても言えません。カタックの感情表現を、日本人は苦手とします。喜怒哀楽を出さないことが、慎み深いとされる文化だからです。そして、インドの女性のような、豊かな顔の表情を東洋女性は持ちません。それを、身体的な弱点であると私は捉え、自己否定していたのです。直接的な否定の言葉に、悔しく、悲しい想いを沢山覚えました。でも、あきらめるということは考えつきませんでした。おそらく、気づかずに、自分の魂が欲しているものに取り組んでいたからでしょう。

あるとき、師匠が言いました「あなたが感情表現できないのは、日本人に信仰心が薄いから。日本人はプジャもしないし、お寺にもあまり行かない」と。そのときに、心の底から怒りが出てきました。それは止めることができないものでした。気づけば勝手に口が動いていました。「確かに私たちは神社にもお寺にもあまり行きませんし、礼拝もあまりしません。様々な宗教を軽くいい加減に信仰しているように、インド人には見えるかもしれません。でも、それを、私たちが神を信じていないと言わせるわけにはいきません。私たちは宇宙の大いなる力を信じています。あなたたちのすべてとはいいませんが、自分のカーストの高さを過剰に意識し、カーストの低い人たちやお手伝いさんたちを軽くあしらう姿を私はずっとみてきました。毎朝神様に祈り、楽器を弾く前に手を合わせ、お寺に寄付し、その帰り道に貧しいリキシャの運転手を罵倒する声を聞いてきました。カーストや社会的地位が何ですか？みんな人間でしょう？プジャをすること、礼拝に行くこと、マントラを唱えることに、どれだけの意味があるのですか？すべての人に敬意を持って接することができなければ、あなたがたの祈りには何の意味もありません。神が望むものとは、人に誠意を持って接することです。祭壇で手を合わせることではありません！」私のあまりの剣幕に、Srabani師匠は黙ってしまいました。

師匠の答えは、それから2週間くらいたったときにきました。ふと、レッスンの最中に、床を見ながら彼女は言いました。「私たちインド人は、喜びに近づくために、神を信仰している。でも、神や信仰というものの形にとらわれすぎて、いつまでも変われず、前に進めず、成長できないことがある。あなた達の社会が持っているような自由が欠けている部分もあるのよ。」師匠の言葉には素直さと誠実味がありました、外国人の弟子が放った言葉で、自分の中に内在する葛藤に向き合ってくれたのだと理解しました。

宗教も信仰も、形だけでは理解できません。肉眼では見えないものと、同じく目では見えない心というもので、また同じく目では見えない〝信じる〟という行為で繋がることだからです。しかし、人間が、人生の岐路に立たされた時、試練や悲しみに襲われた時に1番必要とするのは、信じる、信頼する、愛する、勇気を出す、自分を鼓舞する、など、物理的な行為ではなく心理的な目に見えない行為です。国や文化に関係なく、大切なものは、目に見えないもののような気がします。そして、素晴らしい師匠に引き合わせてくれた神々に、私は心から感謝しています。

God

Megumi Hiromitsu

I was given the first opportunity to visit home puja while I was living in Kolkata few years back. My Kathak dance teacher, Srabani Banerjee, invited me to Saraswati puja held at her dance school. I performed Radha-Krishna item. It is a very good memory.

In India, dance is basically an offering to God. However, God Shiva, Krishna or Saraswati were not familiar to me. Above all, performing for or depicting Indian God and Goddesses through dance was something quite new to me, and I felt psychological and cultural hindrance that was something like a high wall surrounding myself and not letting me conduct it. Before I had regarded dance simply as a physical activity.

Guruma visits Japan often to perform. She has a good understanding of Japanese customs and Japanese mentality. However there was one thing she had not understood well. That was perception of religion and devotion of Japanese people. She used to scold me in lesson every week by saying 'You started dance at a later age and cannot express emotions. I have seen many Japanese kathak dancers and noticed that none of them can do it properly'. For one year, after every single lesson, as soon as I went out of the door of the school, tears came out of my eyes. I cried while walking on the dark street of Shyambazaar leading to the nearby metro station. I could not say anything back to her. I didn't want to say 'I am Japanese. I am not familiar with Indian Gods'. I was afraid of misbehaving in front of her.

Japanese are not good at emotional expressions because we are taught from childhood not to show much emotion in public. Showing less emotion is considered as decent behavior. In addition, we don't have facial expressions as Indian women have. I somehow misunderstood myself. I thought my face has a defect. I underestimated myself. Her direct verbal messages sounded as an insult to me. I was sad, angry and frustrated. But I never thought of stopping dance class. At some place of my heart, I knew that I was doing something my soul desires for. One day, Srabani di said, 'You cannot do facial expressions as you Japanese have less devotion for God. Japanese don't go to temples and pray that often (The same phrase is often said by Indians who live in Japan for years, unfortunately)'. As soon as I heard it, strong anger came out my heart. I could not stop it. Before thinking, my mouth started saying, 'It is true that we don't go to Shinto shrines or Buddhist temples or Christian church for prayer. Indians may think that we take different religions lightly and mix them without much care or devotion. But I will never let anyone say that we don't have devotional feelings. We believe in the power of Oneness of universe. Though it is not the case of every Indian, after coming here, I keep seeing people misbehave to lower caste people like house-keepers. Some of you wake up early in the morning to make a prayer, and do anjali before touching instruments, make donations to temples, but on the way back home, they shout at poor Rikshawara. What is that special about higher caste or social status? If you cannot respect people, what's the point of doing puja, prayer and uttering mantra? There is no meaning in doing them. What Gods want us is to treat people properly with respect, but not doing anjali to statues!". Guruma was quite stunned to see me anger and didn't say anything back.

Her 'reply' came about 2 weeks later. During the lesson, she murmured, starring at a floor, 'We Indians worship God and Goddesses to get closer to joy {ananda}. But sometimes we are too much obsessed with God and all the formality, and we cannot change the old custom and keep staying at the same place. We don't have a certain type of freedom you have in your society'. I felt a true honesty and sincerity in her words. I understood that she was courageous enough to take a good look at emotional conflicts within herself, which is not easy as we imagine.

Religion or devotion is something beyond your thinking or form. That is something invisible which you connect yourself with, with invisible heart, through again invisible deeds, believing. But think what we need when we face difficulties and challenges in life. We need 'belief', 'trust', 'love', 'courage' etc., which are invisible. Regardless of nationality or culture, what we actually regard important in life is something invisible and intangible. I pay my deep gratitude to all Gods and Goddesses of universe for taking me to my Guruma.

ফেরা

শুভশ্রী চ্যাটার্জী

.....১.....

বাবাকে আজ বাড়ি নিয়ে এলো সমীর | মানে আনতে বাধ্য হলো | জানে না এবার বাড়ি গিয়ে কি ফেস করতে হবে| দিতি কে জানানোর সাহস হয় নি| ভেবেছিল বলবে কিন্তু এত ব্যস্ত থাকে মেয়েটা সারাদিন - অফিস বাড়ি সব সামলাতে হয় , ঝিমলী এখন বড় হযেছে খবার দাবার নিয়ে অদ্ভুত সব বাছবিচার| কোথা থেকে স্পেশাল সব নন-ফ্যাট খাবার এর রেসেপি শিখে এসেছে সেই গুলি ই ওকে দিতে হবে| দিতি অবশ্য মেয়ের মু খ থেকে কথা খসার সঙ্গে সঙ্গে সব করে দেয়| বিনিময়ে মেয়ে কে ক্লাস এ প্রথম তিন জনের মধ্যে থাকতে হয় , স্পোর্টস এ রেগুলার প্রাইজ আনতে হয়, আর ডান্স কম্পিটিসন এ জিতে আসতে হয়| ভালই মানুষ করেছে একা হাত এ মেয়েটা কে| সমীর জানে ও সংসারে এক ফোটাও সময় দিতে পারে না|

তাড়াতাড়ি চাকরি পাবে ভেবে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছিল বাবা| তাই কুড়ি বছর বয়েস থেকে টাকা কি জিনিস সেটা সমীর খুব ভালো বোঝে| কযেক বছরের মধ্যেই ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রী নিয়ে বেশ বড়সর হনু গোছের একটা চাকরি জোটাল সমীর ঝকঝকে করিতকর্মা আর মেধাবী একজন বউ হলো..... তাকেও বাবাই খুঁজে এনেছিল| কোনো এক বন্ধুর ছেলের বিয়ে তে দেখে ছিল| বাবার পছন্দ এত আপ -টু -ডেট এত স্মার্ট দেখে সমীর খুব খুশি হযেছিল| কিন্তু বাবা তখন হয়ত ভাবেই নি যে, যে ছেলের এত মনের মত কাজ বাবা করে গেছে চুপচাপ ছেলের প্রয়োজন আর পছন্দ গুলো কে মাথায় রেখে, সেই ছেলেই বাবা মানুষ টাকে একসময়ে উপদ্রব বলে মনে করবে|

.....২.....

সমীর এর হাত ধরে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে দিবাকর| বয়েসটা এখন আর চল্লিশ নয়, বাহাত্তর হতে চলল| চাইলেও আর আগের মত লম্বা লম্বা স্টেপ ফেলে পারেন না| মনে পরে যায়, আগে যখন সমীর ছোট ছিল, দিবাকর অনেকটা এগিয়ে যেতেন আর তার হাত ধরে সমীর কোনো রকমে দৌড়ে হেটে গড়িয়ে ঝুলে মেক-আপ করার চেষ্টা করত কিন্তু মুখে কখনো বলত না , "বাবা, আসতে চল| " দিবাকর ই শিখিয়েছিলেন সমীর কে কখনো না থামতে, যে শক্তি সামনে টেনে নিয়ে যায় সব সময়ে সেই শক্তি কেই অনুসরণ করতে| পিছন ফিরে কখনো না তাকাতে, আর এগিয়ে যাওয়া কে কখনো না থামাতে| কিন্তু তখন দিবাকর ভাবেননি সমীর একদিন তার বাবা কেও পিছনে ফেলে আসা একটা জীর্ণ অতীত বলে মনে করবে| দিবাকর এর নিজের ও ভালো লাগে না নিজে কে| হাত এ চামচ ধরে অসুধ খেতে গেলেও হাত কাঁপে , ঝট করে সোজা হয়ে দাড়াতে গেলে কোমরে ব্যথা করে, তাড়াতাড়ি হাটতে পারেন না... এই সব তো দিবাকর ও কখনো চাননি নিজে| উনি পছন্দই করতেন না স্পেশাল কিছু করা হোক ওনাকে ঘিরে| কিন্তু এখন ? চলতে গেলে একটা সাপোর্ট লাগে, খাওয়া দাওয়া মেপে বুঝে করতে হয়, নির্দিষ্ট সময় পর ডাক্তার দেখাতে হয় নিয়মিত অসুধ কিনে আনতে হয় তার জন্য| তাও এতদিন দুই বুড়ো বুড়ি ছিলেন| স্ত্রী মারা যাওয়ার পর দিবাকর খুব অসহায় বোধ করছিলেন| ছেলে কোনো ত্রুটি রাখেনি| সারাদিনের দেখভাল এর জন্য একজন নার্স রেখে গেছে, কাজের লোক আছে| তাও , এত সুব্যবস্থা সত্ত্বেও, দিবাকর অসুস্থ হলেন| ছেলের ডাক পড়ল , ছেলে সময় করে চলেও এলো| তখন ও দিবাকর এতটা বিব্রত হন নি - ছেলের অসম্ভব চাপ সত্ত্বেও ছুটি নিয়ে আসার জন্য - যত টা হলেন ডাক্তার এর ওরাল প্রেসক্রিপশন এ , "সমীর, তোমার বাবার নতুন করে কোনো রোগ বাধে নি| কিন্তু উনি ডিপ্রেশন এ ভুগছেন| ওনার রোগ একাকিত্ব, আর অসুধ হলো লিভিং কম্পানি| পারলে বাবার কাছে থাক কিছু দিন..." দিবাকর আড়চোখে দেখেছিলেন সমীর এর মুখের এক্সপ্রেশন| ও সমপরিমাণ অসহায় , যত টা উনি নিজে| দিবাকর এর একটাই আর্জি ছিল ভগবান এর কাছে , যেন উনি কোনদিন কারোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে না পড়েন| পরে একদিন দিবাকর চুপি চুপি ডক্টর কে ফোন করে জিগেস করেছিলেন, "বাহাত্তর বছর তো অনেক, আমার তো কত বন্ধু চলে গাছে| আমার বউ তা আমার চেয়ে চার বছরের ছোট ছিল সেও চলে গেল আমায় একা ফেলে| আমার আর কদিন ? বলে দাও না, খুব বেশিদিন না হলে আবার ছেলে-বৌমার ছোট্ট ব্যস্ত সংসারে গলগ্রহ হই কেন?" ডাক্তার হেসে বলেছিলেন, "দিবাকর, অনেক সংযম ধৈর্য আর যত্ন নিয়ে নিজেকে তৈরী করেছিলে তুমি, এত তারাতারি তুমি ছুটি পাবে না| যাও, গলগ্রহ হয়ে থাক

কদিন। তোমার নাতনি তো জানেই না বোধহয় তার একজন শক্ত পোক্ত দাদু ও আছে... " দিবাকর হেসে ফোন রেখেছিলেন। ডাক্তার ঘোষ অনেক কাল এর বন্ধু, সে ঠাট্টার ছলে বললেও কিছু ভুল বলে নি। ঝিমলী যখন ছয় মাসের, দিতি জেদ ধরেছিল ওরা আলাদা থাকবে। দিবাকর ঠিক বোঝেননি যে কেন জেদ টা ধরেছিল। দিবাকর জানত ছেলের বা তার বউ এর স্বাধীনতায় কোনো হস্তক্ষেপ করেননি। আর সমীর এর মা, পারমিতা তো মাটির মানুষ, কাউকে শাসন করার সাহস ইচ্ছা কিছুই তার কোনদিন ছিল না। কিন্তু দিতির এখানে ভালো লাগত না। হয়তো পারমিতার মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়া টা ওর কাছে বিরক্তিকর ছিল। হয়ত সকাল বেলায় উঠে খবরের কাগজ টা প্রথম ও হাতে পেত না, দিবাকর পেত এটা ওরা নালিশ ছিল। হয়ত পারমিতা রোজ ভোরে ঠাকুর নাম জপ করতে করতে সারা বাড়িতে গঙ্গা জল ছিটাত আর সবাই কে প্রসাদ খাইয়ে গায়ে মাথায় ঠাকুরের ফুল বুলিয়ে দিত সেইটা দিতির বিরক্তির কারণ ছিল। হয়ত সমীর অফিস থেকে এসেই বউ আর মেয়ে কে নিয়ে বসে হইচই করার আগে একবার বাবার ঘরে এসে কিছুক্ষণ কথা বলে যেত, কোথাও বেড়াতে গেলে বেচারী মা কোথাও বেরোতে পারে না ভেবে তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেত এটা হয়ত দিতির ভালো লাগত না। হয়ত দিবাকর এর কুকুর বেড়াল পছন্দ নয় বলে বাড়িতে কুকুর পোষা যায় নি সেটাও একটা বিরক্তির কারণ ছিল। দিবাকর জানেননা, এই সব কটা কারণ ই ছিল নাকি আরো কিছু কারণ ছিল। ... সমীর চলে গেছিল বাড়ি ছেড়ে। মফস্বলের তিনতলা বিরাট বাড়ির থেকে শহরের "পশ -এরিয়া "তে অফিস এর কাছে কেনা থ্রি রুমড ফ্ল্যাট "ম্যানেজেবেল আর কনভেনিয়েন্ট ".... এই কথাটাই সুধু বলেছিল সমীর। দিবাকর বুঝতেন দিতির অসুবিধাটা , ও রাগ ঢেকে রাখত না, হয়ত ইচ্ছা করেই দেখাত। ছেলেকে আর ঘাটাননি , পারমিতা বোকা মা... কান্নাকাটি করেছিলেন কিন্তু তারপর বুঝে গেছিলেন। ওখানে গিয়েছিলেন দিবাকর রা। দিতি খুব সুন্দর সাজিয়েছিল ঘর গুলো। অদ্ভুত সব আলো, বাল্ব দেখা যায় না দেওয়াল এর ফাঁক দিয়ে সুধু মিষ্টি আলো একটা চুইয়ে পরে। গভীর পুরু গদি মোরা সোফা সেট। ঝিম্‌লির বসার জন্য বীন, দেওয়াল জুড়ে হ্যাঙ্গিং এল ই ডি টিভি। রুচি আর প্রাচুর্যের অদ্ভুত মেল , দিতির কোনো এক ডিসাইনার বন্ধু সাজিয়ে দিয়েছে সব..... আর সব নৈশব্দ ভেঙ্গে মাঝে মাঝে গম্‌গমিয়ে ওঠা বংগো র ডাক... পোষা এলসেশিয়ান। সেদিন দিবাকর বুঝেছিলেন কেন দিতি ওই বাড়ি তে থাকতে চাইতো না। আর এটাও বুঝেছিলেন, নিজের উনি যতই মডিফিকেশন করে ছেলের সমান করে থাকুন না কেন, উনি পুরনো। এই সাজানো গোছানো ঘরের আসবাব গুলোর পাশে ওনার বাড়িতে রাখা একান্ত আপন বিরাট ইজি চেয়ার টা যেমন বেমানান, এই ঝকঝকে চকচকে "সফিস্টিকেসান উইদিন সিম্পলিসিটি " থিম এর মধ্যে উনি নিজেও অতটাই বেমানান। চলে এসেছিলেন দিবাকর, ছেলে কে নিজের মত বাঁচতে শিখিয়েছেন তো তিনি। এবার বাঁচতে দিতে তো হবেই..... ঝিম্‌লির সাথে দেখা হয় নি, ও স্কুল থেকে "এডুকেশনাল ট্যুর" এ গেছিল।

এত কিছু বোঝেন দিবাকর। তাও সেই কাজ তাই করতে হচ্ছে যেটা তিনি করতে চাইতেন না। ছেলের বাড়ি গিয়ে উঠতে হবে। অনেক বুঝিয়েছিলেন সমীর কে, ডাক্তার বলার জন্য অনেক কিছু বলে ... ওই নিয়ে মাথা না ঘামাতে। কিন্তু সমীর শোনেনি। কারণ আছে, পারমিতা যখন মারা যান সমীর তখন ইউরোপে অফিস এর কাজ এ, চেষ্টা করেও যখন পৌছতে পেরেছিল তখন সব শেষ। দিবাকর জানেন, সমীর এর অনুতাপ করার ও বিশেষ সময় নেই, ও খানিকটা যন্ত্র হয়ে গেছে।... কিন্তু বাবার ক্ষত্রে আর রিস্ক নিতে পারে না।

সমীর এর ফ্ল্যাট এর দরজা খুলল একটা অত্যন্ত মিষ্টি মেয়ে, একটা বারমুডা আর টপ পরা..... ঝাকরা ঝাকরা চুল, সমীর এর বাচ্চা বেলার ফটো পাশে রাখলে কোনো পার্থক্য পাওয়া যাবে না হয়ত। এই তবে ঝিমলী।.....

.....৩.....

"তুমি এইরকম একটা অদ্ভুত কাজ কিকরে করলে সোম? ইউ কুড হ্যাভ কলড মি আপ ওয়ানস না..... " চুল আচরাতে আচরাতে বলল দিতি।

সমীর এর উত্তর তৈরী ছিল, "আই হ্যাড নো চয়েস। তখন তোমায় ফোন করে এসব বোঝাব না বাবা কে সামলাবো না অফিস এর ক্লায়েন্ট কে আজকের মিটিংটা ক্যানসেল করে কবে করবে সেটা ঠিক করতে বলব। ইউ নো সুইটি হাউ মাচ বিজি আই আম নাউ এ ডেস..... "

"ভালো করেছ। শোনো আমার একজন কলিগ আছে তারা সবাই মিলে একটা ওল্ড এজ ফাউন্ডেশন চালায়।... যথেষ্ট বিশ্বাস যোগ্য।... ওর সাথে কথা বলিয়ে দেব তোমায়। .....

সমীর এর ঘুম পাচ্ছিল। আসতে আসতে চোখ তা বুজে আসছিল আর সেখানে সে দেখতে পাচ্ছিল একটা বিরাট বাগান, অনেক গুলো গোলাপ আর গাঁদা ফুল এর গাছ..... একটা বাচ্চা ছেলে, যার মুখ তা অবিকল ঝিল্লির মত..... চুপি চুপি গিয়ে গাঁদা গাছ এ বসে থাকা একটা প্রজাপতি ধরতে যাচ্ছে পা টিপে টিপে। যেই হাত তা কাছে নিয়ে যাবে, প্রজাপতি উড়ে পালালো।..... মন খারাপ করে বসে পড়ল ছেলে টা ..... পাশে এসে বসলো একজন লম্বা সুন্দর মানুষ, একটা সাদা কাগজ এর ওপর মোম রং দিয়ে চুপচাপ বসে একটা প্রজাপতি আঁকলো। ছেলে টা তখন ও মন খারাপ করে বসে কিন্তু কৌতুহল প্রচন্ড যে বাবা এ টা কি করছে.... বাবা পুরো টা এঁকে, কাঁচি দিয়ে আঁকার বর্ডার ধরে সেটা কাটল।... তারপর ছেলে টা কে হাত পাততে বলে সেই রঙিন প্রজাপতিটা তার হাত এ ধরিয়ে দিল..... "নিজের ইচ্ছা যদি হয় খেলা করার, খেলনা বানিয়ে নাও.... দেখবে আর কোনো দিন কোনো খেলনার জন্য মন কেমন করবে না ".....

সমীর সব বানিয়ে ই তো নিচ্ছে। শুধু নতুন গুলো কে বানাতে হচ্ছে পুরনো গুলোকে গুড়িয়ে ভেঙ্গে দিয়ে।
চোখ টা ভিজে লাগলো কি সমীর এর? ঘুম এর মধ্যে কারোর কান্না পায়? নাকি স্বপ্নটাই এরকম ভিজে ভিজে...!!

.....৪.....

ঝিমলী আজকাল হেঁটে স্কুল থেকে ফেরে। গাড়ী কে বলে দিয়েছে না আসতে। অনেক বন্ধু মিলে একসাথে গল্প করতে করতে ফেরে। কিন্তু আজ একদম একা ফিরছে।বাকি বন্ধু রা আগে বেরিয়ে গেছে। ঝিমলী বলেছিল ওর গাড়ি নিতে আসবে। মিথ্যে বলেছিল। আজ ও একা ফিরতে চায়। মনটা খুব খারাপ। দাদু কে মা ওরকম করে কেন বলত ? কেন মা দাদু কে ওই জঘন্য একটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিল যেখানে এক গাদা বুড়ো মানুষ থাকে? ওদের দেখেই তো মনে হচ্ছিল ওরা খেকুরে, অসুস্থ। দাদুর মত কেউ ছিল না। মা বলছিল, "তোমার দাদু নিজের বয়েসী বন্ধুদের সাথে ভালো থাকবেন "..... ওরা দাদুর বন্ধু? দাদু র চুল পেকে গেছিল ঠিকই কিন্তু দাদু খুব লাইভলি ছিল। কত্তত কি জানতে পেরেছিল ঝিমলী এই একমাস এর ভিতর। আগে মা বাবা কেউ এত কিছু বলে নি ঝিমলী কে। কেন দাদু কে ঐখানে পাঠিয়ে দেওয়া হলো? দাদু তো বংগোর সাথেও বন্ধুত্ব করে নিয়েছিল। ছুতে চাইতো না ঠিক কিন্তু মর্নিং ওয়াক এ তো ঝিমলী দাদু বঙ্গ সব একসাথেই বেরোত..... মা একজ্যাক্টলি কি নিয়ে বিরক্ত হত ঝিমলী বোঝে না..... একটা মাসের মধ্যে একজন মানুষ কি করে এত প্রিয় হয়ে গেল ঝিমলী জানে না.... কিন্তু মা যদি ভেবে থাকে যে ঝিমলী দাদুর সাথে আর মিশবে না তো মা খুব ভুল করছে। ঝিমলী যথেষ্ট বড় হয়েছে, ক্লাস টুএলভ-এ পরে। মা তো সুধু গুড রেজাল্ট আনলেই খুশি। ঝিমলীর কাছে সেটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু দাদু কে ঝিমলী ওই স্টুপিড বুড়ো গুলো সাথে বোর হতে দিতে পারে না।

.....৫.....

"সরি মিস্টার রয়, আমি তিন মাস আসতে পারি নি খবর নিতে। আমি নেক্সট কয়েক মাস এর ও এডভান্স দিয়ে যাব..... দিতির কাছে শুনেছেনই তো আমি মাস খানেক ছিলাম ই না। ... উই মিসড ইওর পার্টি টু "..... হোমের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিমাস এ খবর নেওয়া আর দরকারী জিনিস কিনে দিয়ে যাওয়া উচিত। নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে তাই একটু গল্প গুজব করে সেটা এডজাস্ট করার চেষ্টা করলো সমীর।
"ও মিস্টার মুখার্জী অফ কোর্স আমি জানি। আর যে কেউ একজন এলেই তো হলো। আমি তো খুব অবাক হ'লাম ঝিমলী এত বড় টি হয়ে গেছে দেখে । এত দূর এসে প্রতি সপ্তায় দাদুর খোজ নিয়ে যায়, বড়দের মত আমায় আবার জিগেস করে আর কিছু লাগবে কিনা। আপনার মেয়ে সত্যি জিনিয়াস, ব্রাইট স্টুডেন্ট তো বটেই সোশ্যাল ভাবেও এত সচেতন ক'জন হয় আজকাল !! দিতি খুব ভালো তৈরী করেছে মেয়ে কে..." হেসে বললেন, দিতির কলিগ অরুনেশ রয়।
সমীর ঠিক বুঝতে পারল না কি বলবে। ঝিমলী এখানে আসে? কখন কি করে? দিতি জানে না, গাড়ি বাড়ি তে - মানে ঝিমলী একা ট্রেন এ চেপে এই এত দূর আসে ? কদিন আগে বলছিল ও বন্ধুর বাড়ি গিয়ে অঙ্ক করে রবিবার ক'রে..... মানে ও সেখানে যায় না? কিন্তু ও টাকা পায় কোথায়? দিতি দিলে নিশ্চই জিগেস করত কেন চাইছে; ঝিমলী সমীর এর থেকেও কোনো দিন চায় নি। মানে ও নিজের পকেট মানি বাঁচিয়ে এই করে ? আর এই জন্যই ঝিমলী নিজের বার্থডে তে কোনো গিফট নেয় নি টাকা নিয়েছে? সমীর ঠিক অবাক ও হলো না। আসতে আসতে ঢুকলো ভিতরে.... বাগানে অনেক বুড়ো-বুড়ি বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এরা বয়েস এ হয়ত দিবাকর এর চেয়ে ছোট ই হবে।... দেখে মনে হয় যেন সবাই মৃত্যুর প্রহর

গুনছে। দিবাকর কোথা থেকে এত প্রাণ শক্তি পান? এখনো যখনি কথা হয়, নিজের একটাও রোগ ভোগ এর কথা উল্লেখ ও করেন না। মনেই হয় না এমন কারোর সাথে সমীর কথা বলছে যার যুগে কম্পিউটার ছিল না, যে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড কি বোঝেনা..... দিবাকর আপ-টু-ডেট, সমীর জানে। এখনো নিয়ম করে কাগজ পড়েন, যতদিন বাড়িতে ছিলেন ঝিল্লির থেকে কম্পিউটার ও শিখেছেন বেশ খানিক টা। সমীর ভাবে, সত্তর বছরের পর ও কি এত কর্মক্ষম থাকবে আদৌ?

অনেক টা দুরে একটা গাছ এর পাশে বসে আছে দুজন। ঝাকরা চুল এর একটা মেয়ে, আর সাদা চুল এর একজন লম্বা চওড়া ভদ্রলোক.... কিন্তু একটু ঝুকে পড়েছেন সামনের দিকে। ঝিমলির কোল এ একটা খাতা। ঝিমলী স্কেচ পেন দিয়ে কিছু একটা লিখছে বা আঁকছে। সমীরের কৌতহল হলো। আসতে আসতে গিয়ে পিছনে দাড়ালো। কোনো কথা বলল না।

..... ঝিমলী এঁকেছে পাতায়, একটা কুকুর। বাদামী ঘেষা। পাতা জুড়ে কুকুর টার ছবি । ঝিমলির আঁকা শেষ হলো। খাতা টা দিবাকরের দিকে এগিয়ে দিল ঝিমলী। দিবাকর এর শীর্ণ হাত, কাপছে মনে হলো। খাতা টা নিল ঝিমলীর হাত থেকে। দিবাকর চেয়ে আছেন আঁকাটার

দিকে। ঝিমলী একটু ঘেষে বসলো দাদুর কাছে, আসতে আসতে বলল..... "বাবা কি বলে জানো দাদু? তুমি কোনো কিছু না পেলে দু:খ পেও না, সেটা নিজের মত করে বানিয়ে নাও। বংগো কে তুমি মিস করছ, কিন্তু ওকে নিয়ে কিকরে আসব বলো? হ্যাভ দিস পেইন্টিং, তোমার মনে হবে বংগো তোমার কাছে আছে।"

দিবাকর ঝিমলী র মাথায় হাত রাখলেন।

সমীর পিছিয়ে এলো, ডাকলো না ওদের। অদ্ভুত একটা ভালোলাগা ঘিরে ধরেছে সমীর কে, অনেক দিন পর এমন অদ্ভুত একটা অনুভূতি। সব পুরনো গুড়িয়ে যায় নি, নতুন ভাবে আবার পুরনোকে ফিরে পাওয়া যায়!!

দূরে কোথায় দূরে দূরে

শম্পা বসু
প্রোফেসর – বাংলা সাহিত্য
দেশবন্ধু গারলস কলেজ
কলকাতা

মনটা ভারাক্রান্ত হয়েছিল প্রথম থেকেই। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজোর কোলাহলে গা ভাসাতে পারবো না এবার ! বাড়ির কর্তা মশাইটি দেখে শুনে দেবীপক্ষের তৃতীয়ার দিনের টিকিট এনে হাজির। জায়গাটি লোভনীয়। ভূস্বর্গ কাশ্মীর ; কিন্তু ওই পুজোর কটা দিনের জন্যেই যে সারা বছর আকুল হয়ে অপেক্ষা করা। তবু ছেলে মেয়ের উজ্জ্বল চোখের আনন্দের কাছে নিজের বাসনাকে বিসর্জন দেওয়াতেই তো সুখ। ওদের আনন্দেই তো মা বাবার জীবনের পূর্ণতা। সঙ্গে যাবেন আরও চার পাঁচজন আত্মীয় পরিজন। বিমান - টিকিট হাতে পাওয়ার পর থেকেই দেখি আমারও যেন শৈশব সুলভ চাপল্য ঘিরে ধরেছে আমাকে। এতদিন শুধু ভূগোলেই পড়েছি ডাল লেকের সৌন্দর্যের কথা , কাশ্মীর নাকি ভূস্বর্গ। এবার ইন্টারনেট খুলে দেখতে লাগলাম দ্রষ্টব্য স্থানগুলো। আর শুধু কি তাই ? ভ্রমণ রসিক স্বামীটিও ছেলে মেয়ের জন্যে খুঁজে খুঁজে ওই পুজোর বাজারের ভিড়ের মধ্যে থেকে কিনে আনতে লাগলেন শীতের পোশাক । মানে প্রস্তুতির শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা ।

যথারীতি এসে পড়ল সেই কাঙ্ক্ষিত ক্ষণ | চারিদিকে মণ্ডপসজ্জা শেষের মুখে ; আলোকসজ্জাও প্রায় সুসম্পন্ন ; এরই মধ্যে কলকাতাকে বিদায় জানিয়ে তৃতীয়ার দিন ভোরে পৌঁছলাম দমদম বিমানবন্দরে | প্রথমে দিল্লির উড়ান , তারপর সেখান থেকে শ্রীনগর | দিল্লী থেকে শ্রীনগরের ওই যাত্রাপথটুকু খুব বেশীক্ষণের নয় , কিন্তু জানলার ধারে বসে ওই উচ্চতা থেকে শ্রীনগর শহরটাকে দেখা যে কত রমণীয় হতে পারে , তা অবর্ণনীয় | মেঘের মধ্যে দিয়ে ভেসে যাওয়া , আর নীচে পাহাড় চূড়ার দিকে তাকিয়ে তুষারধবল শিখর দেখে শিহরিত হয়ে ওঠা - আমার কিশোরী মেয়ে আর ছোট ছেলের বিস্ময় - কৌতূহল আমাদের মনকেও ভরিয়ে তুলছিল আনন্দে |

ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে তুলনা করা হয় সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে |কিন্তু হিমালয় যে আল্পসের চেয়ে কিছু কম নয় , এই ভাবতে ভাবতে কখন যে পৌঁছে গেছি শ্রীনগর বিমানবন্দরে , তা খেয়াল করিনি | আর দশজনের সেই দলকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অপেক্ষায় ছিলেন হামিদ ভাই , যিনি তখন সদ্য পরিচিত , কিন্তু তাঁর আন্তরিকতায় আমরা তখন মুগ্ধ | হৃদ রোগী আমার ননদ ওই উচ্চতায় উঠে যদি কোন শ্বাসকষ্ট জনিত অসুবিধায় ভোগেন , তাই তিনি ছটি অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে উপস্থিত | টাটা উইংগারে চলেছি দশজন | ঝাউগাছ আর লতানে গুল্মের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে দলের দুই কচি কাঁচা গেয়ে উঠছিল "চেন্নাই এক্সপ্রেস" এর সদ্য জনপ্রিয় বহুল প্রচারিত গানটি ..."কাশ্মীর হ্যায় ", তালে তাল মেলাচ্ছিলাম না কি আমরাও ? চারিদিকে স্লোপিং রুফের বাড়ি দেখে মনে পড়ছিল খবরের কাগজের পরিচিত তুষারপাতের কথা | পথে চাপদাড়ি যুবক , বোরখা ঢাকা যুবতী আর মোড়ে মোড়ে সি আর পি এর জওয়ানদের ভ্যান গাড়ি দেখে অনুভব করলাম কাশ্মীরের প্রতিকূলতা | পথে পড়ল রাজবারগ পার্ক | ঝিলামকে দেখলাম একঝলক | সেই ঝিলাম , রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন , "সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলামের স্রোতখানি বাঁকা " ...সেই বাঁকা স্রোত দেখিনি তখন , কারণ তখন মধ্যাহ্ন ভোজের তাড়া | পথের ধারেই ধাবাখানা | আমাদের দলের দেড় বছরের বিতান আবার 'চলন্ত" | একটু থামলেই মুশকিল | তাই তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে এলাম ডাল লেকে | সেই স্বপ্নের লেক | বহু প্রতীক্ষিত | এ যে সমুদ্রের চেয়েও বিস্তীর্ণ | আর লেকটির চারিদিকে বিস্তীর্ণ পাহাড় | সে কি বিচিত্র বরণ পর্বতের | কোথাও ধূসর , কোথাও হালকা কৃষ্ণবর্ণ আর তার ই কোল ঘেঁষে অসংখ্য হাউসবোট | সেই হাউসবোটে নিয়ে যাবার জন্যে কূলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র শিকারা | তিনটি শিকারা নিয়ে ভাসমান হলাম আমরা | একটাতে শুধু লটবহর , আর দুটিতে আমরা সবাই | হামিদ ভাই হাউসবোটে থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন | বাচ্চারা দাপাদাপি করতেই বোট যেন দুলে উঠলো খানিক | মুগ্ধ হয়ে গেলাম তার অন্দরসজ্জায় | আখরোট কাঠ দিয়ে তৈরি অপরূপ আসবাবপত্র | হাত মুখ ধুয়ে শিকারায় চড়ে ডাল লেক ভ্রমণের পালা এবার | শিকারায় উঠে চালক একটু মজা করে নৌকো হেলাতেই আমার পুত্রের মুখে জল টলমল | পাশে এসে গেল আরও দুটি শিকারা | ফটো তোলা ওদের পেশা | ওই শিকারাতেই ওদের সাজসজ্জার উপকরণ | ছেলে মেয়ে তো কাশ্মীরি সাজলোই , দেখতেও লাগছিলো অপূর্ব আর আমরাই বা বাদ যাই কেন ? ঝুপ করে এর মধ্যে নেমে এল অন্ধকার |

শীতের আমেজ , সেখানে লেকের ওপরেই ভাসমান পোস্ট অফিস , ওষুধের দোকান , আর শাল – ফিরান – কোটের দোকান। পর্যটকরাই ওদের প্রধান ভরসা। তাই সাদর আমন্ত্রণের অভাব নেই। কিন্তু তখন আমরা ক্লান্ত। তাই লেকের কিছুটা ঘুরে আমরা এলাম হাউসবোটে , রাতের বেলা যেন পরী সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে রঙিন আলোর হাউসবোটের পসরা নিয়ে সেই একই ডাল লেক সুন্দরী। মাত্র একদিনের রাত্রিযাপন এখানে , তাই বারান্দায় বসে উপভোগ করছিলাম সেই নিশীথিনীর সৌন্দর্য। কিন্তু ক্লান্তিজনিত ঘুম ডেকে নিল বিছানায় , আর সকালে ঘুম ভাঙ্গল ঝিরিঝিরি বৃষ্টির শব্দে। ভূস্বর্গ বৃষ্টিস্বর্গে পৌঁছে গেল নাকি ? মেঘের সঙ্গে রোদের লুকোচুরি খেলায় সঙ্গী হয়ে আমরা প্রাতরাশ সেরে রওনা দিলাম পহেলগামের উদ্দেশে। হাল্কা ঠাণ্ডা তখন চিনার বনের মধ্যে। ঝিলামের ধারে ধারে চিনারের এই অভিভাবকত্ব মুঘল আমল থেকে। আর এই চিনারকে নিয়ে কাশ্মীরিদের খুব গর্ব। সবুজতায় আর রাজকীয়তায় পূর্ণ। পরে মনে পড়লো কাশ্মীরি শালে এই চিনার পাতার প্রতিচ্ছায়াই তো লক্ষণীয়।

আর যাত্রাপথটিও তো মনোরম। চারিদিকে সবুজ উপত্যকার মাঝে মেঘ , তারই মধ্যে "আমরা এমনি এসে ভেসে যাই"। টোল বুথে পয়সা ফেলে বেলাবেলি প্রবেশ করলাম পহেল গাম এ।হোটেল 'হিভানের' সামনে যখন গাড়ি এসে থামল তখন মনে হল "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি"। সামনে বইছে খরস্রোতা লিডার নদী। নুড়ি পাথর , পার্বত্য উপত্যকা , সবুজ বনানী তারই সঙ্গে মাঠে চরে বেড়ানো ভেড়ার পাল --- আমার কিশোরী কন্যা তো ভাইকে জড়িয়ে ধরে ঘুরে নিল একপাক। বিকেলবেলা বাকি আমরা কফির আমেজে ডুবে গিয়ে পাহাড়ের কোণে কোণে বরফ খোঁজার একটা বৃথা চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এত ভাল লাগছিল যে , মনে হল দুদিন না থেকে আরও কিছুদিন থাকার

পরিকল্পনা করলে ভাল হত। ধীরে ধীরে শীতল আবহ নেমে এল চারিদিকে। প্রকৃতি রাত্রিতে এখানে গম্ভীর , স্তব্ধ। আর নদীর জলের মৃদু কলধ্বনি সেই স্তব্ধতাকে করে তুলছে আরও গহন , গভীর।

কাশ্মীরি ডিনারে সুস্বাদু কাশ্মীরি খানা। গরগরে , মশলাদার মাটন গুস্তাবা আর রিস্তা। সাথে গরম রুটি। কিন্তু মনটা ভারাক্রান্ত হল যখন শুনলাম গুলমার্গ–এ গিয়েও বরফের দেখা মিলবে না। কিন্তু পথ যে বড় সুন্দর , যাবার পথে পড়ল আপেল বাগান। যে কাশ্মীরি আপেল কেনার জন্যে মানুষ অপেক্ষা করে থাকে , তা পাইকারি দরে বিক্রি হচ্ছে ওখানে। গাছ থেকে ফল পেড়ে খাচ্ছে প্রায় সকল পর্যটক ই।

এরপর এল পৃথিবীর সবথেকে উঁচু গলফ কোর্স। আমাদের গাড়ি সেই পথ পেরিয়ে আরও আরো পাইন আর দেওদারের মধ্যে দিয়ে এসে পৌঁছল মস আর ফার্ন ঘেরা কাঠের হোটেল এর সামনে। কিন্তু গিয়ে শুনলাম সন্ধ্যের আগে সেখানে প্রবেশ করা যাবে না , সেদিনের জন্যে ওখানকার সরকার কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। কিন্তু আতিথেয়তার কোন ত্রুটি রাখেন নি তারা। একটা ছোট্ট কিছুক্ষণের জন্যে থাকতে দিল তারা আমাদের। সঙ্গে গরম চিকেন পকোড়া। চারিদিকে শুধু নির্জনতা আর ধূম অন্ধকার। তারপর সন্ধে নামতে হোটেলের দিকে যাত্রা। উঁচুতে উঠতে আমার ননদ কিছুটা অসুস্থ বোধ করায় হামিদ ভাইয়ের জোগাড় করা অক্সিজেন কাজে লাগলো এবার। পরের দিন গন্ডোলা যাত্রা। লাইন দিয়ে টিকিট কাটা হল। দুটি টাওয়ার আছে সেই পাহাড়ে। পাহাড়ের নির্জনতা , স্তব্ধতা , গাম্ভীর্য সবই যেন খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে অভিযাত্রীদের ফেলে যাওয়া বিস্কুটের প্যাকেট , চিপস এর প্যাকেটের , কোল্ড ড্রিঙ্কস এর স্ট্র এর আবর্জনায়। দ্বিতীয় টাওয়ারের একেবারে উঁচুতে গ্লেসিয়ারে কিছু বরফের সন্ধান পাওয়া গেল ; কিন্তু তুষারাবৃত পাহাড়কে দেখতে না পাওয়ার দুঃখ মনকে আচ্ছন্ন করে রাখলো। শতবার বলে এলাম তুমি আবার ডাকবে তো? এরপর শ্রীনগর ফেরা। কিছু কেনাকাটা। কবে ভূস্বর্গ তার তুষার ধবল সৌন্দর্য নিয়ে আবার ডাকবে আমায় কে জানে।

যে জম্মু ও কাশ্মীর মাঝে মাঝে এ হয়ে যায় অশান্তির বার্তা বাহী , সেই ভূস্বর্গেই এত আন্তরিকতার স্বাদ পেয়েছি , তা না বললে কাশ্মীর ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বৃষ্টি ভেজা শহরে মীর ও হামিদ ভাই যেভাবে আমাদের উষ্ণ আতিথেয়তায় শহর ঘুরিয়েছে , মেয়ের আবদারে দেখিয়েছে কাশ্মীর ইউনিভার্সিটি , সাদরে নিয়ে গেছে আখরোট কাঠের কারখানায় , যেখানে কাঠের শিল্পকর্ম দেখার মত। গয়নার বাক্স , বালা , চাবির রিং , ট্রে – কী অপূর্ব শিল্পকর্ম সে সবের। "যাবার সময় হল বিহঙ্গের"-ডাল লেকের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কোন সীমা যেন নেই তার। "ধ্যানগম্ভীর ভূধর" আর সুবিস্তৃত জলরাশির সামনে দাঁড়িয়ে কল্পনা করছিলাম শীতকালীন সেই স্থানটির , যখন সাধারণ জনজীবন থেকে তারা হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সেই সৌন্দর্য? তা কি শুধু ছবিতেই থাকবে ধরা ? মনে মনে উচ্চারণ করলাম 'ভূস্বর্গ , তুমি বিচ্ছিন্ন হোয়ো না সুবিশাল ভারতবর্ষের বুক থেকে'।

ইন্টারনেট সংগৃহীত

শব্দছক

কেয়া ভট্টাচার্য্য

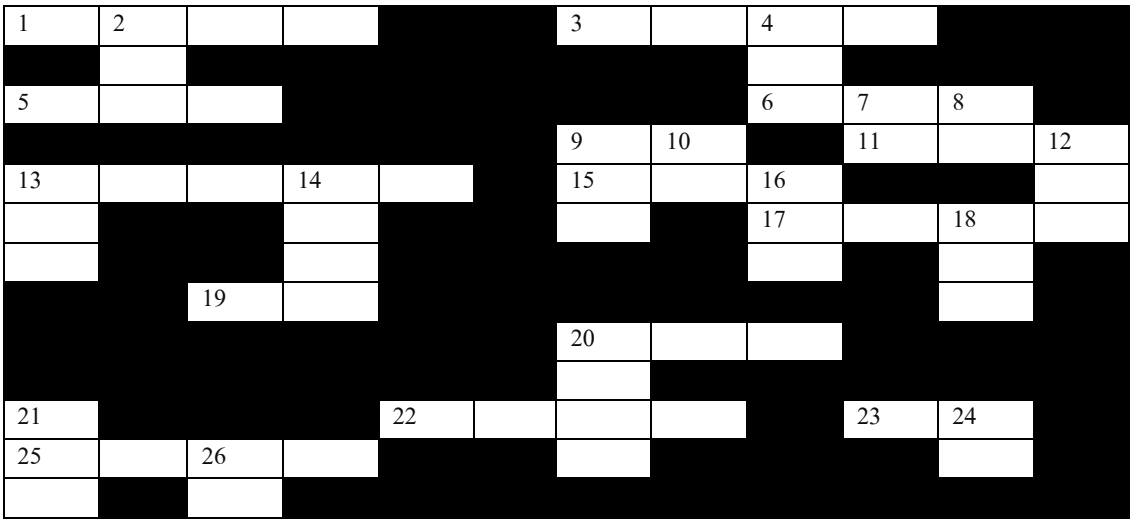

পাশাপাশি

১. এর তাড়া খেয়ে দাদা বর্ণপরিচয় প্রথম শেখা।
৩. নয় হাট কোট ফিরিঙ্গী প্রথম গোয়েন্দা বাঙালী।
৫. ধনুক হাতে বীরের সাথে।
৬. মহাকাব্যের পাতায় বাল্মীকির লেখায়।
৯. যার আলো সবার মাথায় কবি বললে কম বলা হয়।
১১. সমুদ্রে ডুবে দেখো কত আছে গুনতে পারো?
১৩.পুরোনো সেই দিনের ছবি কান্তকবি নামেই চিনি।
১৫. নিজের দৃষ্টি হারালে এ থাকবে জীবনে।
১৭. বউ বধুর সনে হিন্দির কনে।
১৯. প্রসংসা ২ বার কর স্নেহের ফাঁদে ধরা পড়।
২০. ভালো বল চাপড় মেরে দেখবে সাহস যাবেই বেড়ে।
২২. সমস্যায় পড়লে এর পথ ধরবে।
২৩. ভুয়ো যদি হয় ও ফাঁদ তবু রয় তো।
২৫. ভালো কাজে পাবেই পাবে হাতে করে ধরাও যাবে।

উপরনীচ

২. কিশোর গোয়েন্দা জমত? এ যদি না থাকত?
৪. সাহেব বসত চেয়ারে বঙ্গ সন্তান আরামে।
৭. আশির্বাদ মাথায় করো জীবন সাথীর হাত ধরো।
৮. মাথা নোয়াও শ্রদ্ধা দেখাও।
৯. অনুচ্ছেদ হয় সৃষ্টিও কয়।
১০ পদ্মফুলের তলে তবে ফুল শোভে।
১২. পুরনো নয় নতুন ভালো করে ভাবুন।
১৩. তুমি আর আসবে না গানের সুরে জাল বোনা।
১৪. শশীকান্ত ভুল করে বজায় দাদরা ফেলে।
১৬. এতে বসা যায় ঘরের কনে রয়।
১৮. আশা হারিও না আনন্দে ভুলো না।
২০. ভুল কর না আর এ বার হুঁশিয়ার।
২১. হল সব শেষ আর নয় বেস।
২৪. ঘৃনা বা ভয়ের সাথে মুখ ঢেকো না দুই হাতে।
২৬. এ কখনো নিজের না আপন বলে ভেবো না।

উত্তর

পাশাপাশি

১. আজগর, ৩. ব্যোমকেশ, ৫. আয়ুধ, ৬. রাবন, ৯. রবি, ১১. রতন, ১৩. রজনীকান্ত, ১৫. চশমা, ১৭. দুলহন, ১৯. বাবা, ২০. সাবাস, ২২. সমাধান, ২৩. জাল, ২৫. মানপত্র।

উপরনীচ

২. জটায়ু, ৪. কেদারা, ৭. বর, ৮. নত, ৯. রচনা, ১০. বিশ, ১২. নবীন, ১৩. রঞ্জনা, ১৪. কাহারবা, ১৬. মাদুর, ১৮. হতাশ, ২০. সাবধান, ২১. সমাপ্ত, ২৪. লজ্জা, ২৬. পর।

Living Fossil

Kausik Bhattacharya
(TCS Denver Collorado)

ছোট ছেলের অনুরোধে ঘরে এসেছে বেশ বড় একটা ক্যালেন্ডার
পাতাজুড়ে নানান ছবি - মহাপুরুষ, মনিষী রবি ঠাকুর ,
সুভাষচন্দ্র, বিবেকান্দ, রামকৃষ্ণ সকাল সন্দে ধূপ –ধুনো

হরিপদ কেরানী ফিরেও চায় না সে দিকে
কে জানে হঠাৎ, মাসের অর্ধেক হয়েতো শেষ
শঙ্কিত, পরাধীন মধ্যবিত্তের Roller coaster এ চেপে
অভাব সাধনার যাত্রা হবে শুরু

শুকনো চোখ , দিগন্তে শুধুই ধূসর
সংসার জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রশ্নচিহ্ন
“বাবা SYLLABUS বদলেছে, নতুন বইটা এনে দেবে তো ? ”
“খবরের কাগজের দামটা তিনমাস হল বাকি ”
কুঁজো হয়ে যাওয়া শরীরের ছায়াটাও ছোট হয়ে যায় – লজ্জায় !!

মধ্যবিত্তের ছন্দপতন হতে নেই
খেলাধূলা, ব্যবসা, আন্দোলন নেই
রাজনীতি, মস্তানী তাও না

শেয়ালদা থেকে বড়বাজার ,
বাগবাজার থেকে হাওড়া
কালো ছেঁড়া ছাতা , অবিন্যস্ত চুল, কোটরে চোখ
৪৭ এর আগে – বা পরে ৭৭ বা ২০১১ পরিবর্তন এর হাওয়া
আজও পথ ভূলে ছুটে আসে না বাড়ির উঠানে

বিজ্ঞানের বইতে ছিল গাল ভরা নাম Living Fossil
কখন যেন পাতা ছেড়ে মজ্জায় মিশে গেছে

হরিপদ কেরানী কাঁরও সাতে পাঁচে নেই
–তাকে কেউ হিসেবের মধ্যেই আনে না।
হরিপদ কোনও ঝগড়ায় থাকে না -সাহসটা বহু বছর নিরুদ্দেশ
হরিপদ গান জানে না, বই- ও পড়ে না –
বহু দিন ধরে দক্ষিণের জানলাটাও খোলে না

বাবা – মা গত হবার পর রবি ঠাকুরের কটা লাইন
কখন যেন এক মাত্র সম্বল হয়ে গেছে
“ সুখহীন , নিশিদিন , পরাধীন হয়ে ---- দীনপ্রানে”
মেনে নেওয়ার নিত্য প্রথার জালে আষ্টে প্রিষ্টে বাঁধা জীবন
-এখানেই তো শেষ নয় ।

হঠাৎ একদিন ভেজা উঠোনে
অনেক রোধ প্রতিরোধ ভেঙ্গে
আছড়ে পড়ে শরতের রোদ
আকাশের নীলে লাগে মাতাল হাওয়া
কোথা থেকে ছুটে আসে সাদা মেঘ
ছোট পাড়াটাও যেন মেতে ওঠে
এ কলকাতার গলি থেকে রাজপথ ভরে ওঠে মায়াবী সুরে
“ বাজলো তোমার আলোর বেণু ”

উঠোনের মাঝে ছোট একফালি রোদ
যেন ওখানেই মা উমার আগমন
হরিপদ আলোয় এসে দাঁড়ায়
ভাঙ্গা চশমার ফাঁকে দু ফোঁটা মুক্তো – হয়েতো তাই-

ছোট ছেলেটা ঘরের কোণে নামতায় ব্যস্ত
দরজা গুলো খুলে যাছে যেন নিমেষে
হরিপদ ছুটছে , ছুটছে
চেনা রাস্তায় আজ সে অচেনা মানুষ ,
বাজার , বড়- রাস্তা , বাস-ট্রাম শেষে
ছাতা ছেড়ে রোদ মাথায় ঘরে ফেরা
ছোট ছেলেটা নামতার খাতায় ক্লান্ত ।

“ বাবা কি এনেছে ? “
“ নতুন জামা ? জুতো ? “
“বাবা ! আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে “

“বাবা ! আমি খুব খুশি খুব !!”
ভাঙা চশমা , বাড়ি ভাঙা, অসুখ ও অন্তহীন অস্বস্তি
শরতের রোদে আজ কেমন ম্লান।
মুছে গেছে জীবনের সব ঋণ
আজ হরিপদ –র Zero থেকে Hero হবার দিন ।

অসমাপ্ত

সুকুমার ভট্টাচার্য্য

সব পথে কি সবাই চলতে পারে?
সব কথা কি সাবাই বলতে পারে?

"যাই-যাই" ক'রে কত শত পথে
চলেও হয় না চলা।
"বলি-বলি" ক'রে কত কথা যেন
বলেও হয় না বলা।

"যাই-যাই" আর "বলি-বলি" ক'রে
করেছি অনেক ভুল!
ভুলের মাশুল দিতে দিতে তাই,
ভুলে হই মশগুল।

চলা আর বলা হয় নাক' সব-
পড়ে থাকে পিছুপানে,
ভাসা-ভাসা হয়ে ভেসে যাই শুধু
জোয়ারে - স্রোতের টানে।।

জগন্নাথপুর, কলিকাতা
৩০ | ৮ | ১৯৭২

School life

By Ayano Sasaki (10 yesrs old)
She drew her ideal school life for the year 2014.

Christmas tree
By Dishita Biswas (Yuki).
Age: 4years

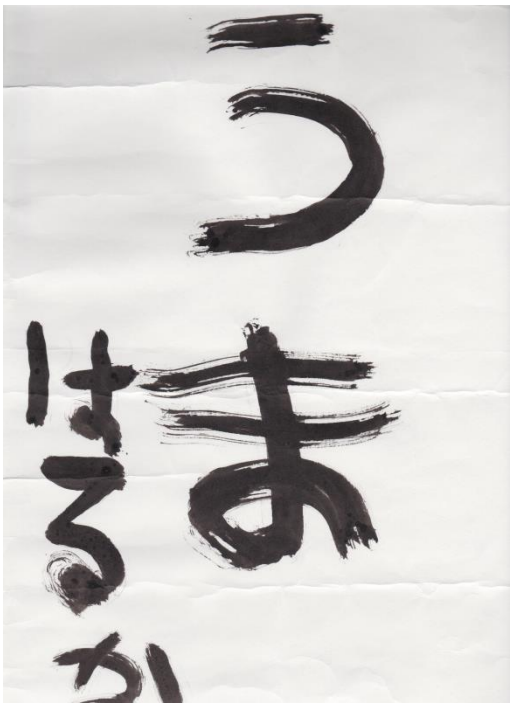

Shuji

Drawing by Haruka Hiromitsu 4 years old.

This is Japanese custom to write words with black ink and brush at the beginning of the year. She wrote "horse" as 2014 is the year of Horse in Japanese zodiac signs.

Indranee Banerjee

Suvanwit Roy

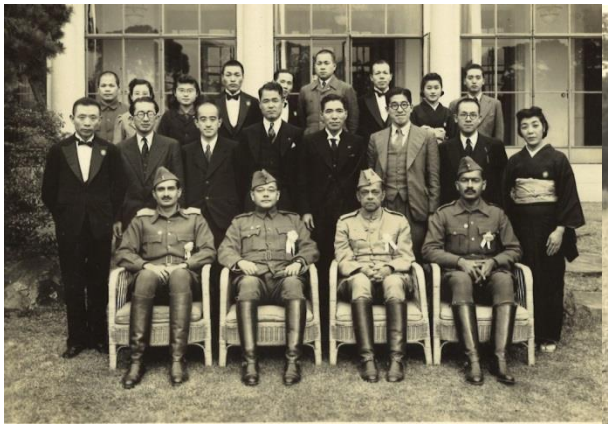

My father with Netaji

Motoyuki Negishi

Subhas Chandra Bose

Dated 18th June 1944.

My dear Mr.Negishi,

I arrived here safely from Syonan on the 17th instant. The journey was quite comfortable.

I was glad to meet you again after many months. I am only sorry that I could not see you more often, as I was rather busy during my short stay there. I thank you very much for the letter you wrote to me expressing your sympathy. I am also very thankful to you for the present you gave me before I left Syonan. It was indeed very kind of you to take all this trouble.

Do you have any opportunity of writing to your family? If so, when you write to Mrs. Negishi, please give her my warmest greetings and good wishes and please ask her to give my love to your little girl.

I hope this will find you quite well. Wishing you all the best.

I remain ,

Yours sincerely,

Subhas Chandra Bose

Mr.T.Negishi,
C/o Hikari Kikan,
SYONAN+

Private letter from Netaji to my father Tadamoto Negishi.

Our well-wishers

Embassy of India
Tokyo, Japan

公益財団法人 日印協会
THE JAPAN-INDIA ASSOCIATION
Public Interest Incorporated Foundation

日本ヴェーダーンタ協会
(ラーマクリシュナ・ミッション日本支部)
Vedanta Society of Japan
(A Branch of the Ramakrishna Mission)

ISKCON

インド通信 インド文化交流センター Since 1978

AIR INDIA

DIC Discover India Club
～インドの情報発信、文化交流、イベント開催～

日印文化交流
India-Japan Cultural Exchange

ミティラー美術館
MITHILA MUSEUM

State Bank of India Japan
With you - all the way

お茶の水 おりがみ会館

Across·No.1
TRAVEL
by HIS
SPECIAL DISCOUNT AIR TICKETS
JAPAN
ALL OVER THE WORLD
ACROSS NO1 TRAVEL test test test test test test test test test test test test
test test test test test test test test test test test test test test test test test test
test test test test test test test test test test test test test test test test test test
সিরাজুল ইসলাম
ACROSS No.1 TRAVEL
SHINJUKU head office
tel: 03-3200-8871
Mobile: 080-4794-4066(softbank)
Come to our office!!
★Business hours★
Mon.-Fri.10:00 ～ 18:30
Sat.11:00 ～ 18:00
Sun. and National holidays :Closed
http://www.no1-travel.com/
no1 travel
Search
4F, EQUINIA SHINJUKU
(New Address)
The 1st floor is Docomo shop
SEIBU SHINJUKU Sta.
SHINJUKU PRINCE HOTEL
DON QUIXOTE (Old Address)
SHINJUKU Ward offices
YAMADA DENKI LABI
LAWSON
YASUKUNI Rd.
STUDIO ALTA
EAST GATE
MITSUI SUMITOMO BANK
SHINJUKU PICCADILLY (Cinema)
BIC CAMERA
KINOKUNIYA
ISETAN
YODOBASHI
LUMINE EST
Uniqlo-Bicqlo
H&M
MARUI
SHINJUKU Sta.
4F EQUINIA SHINJUKU BLDG. 1-1-17 Kabukicho, Shinjuku-Ku

インド料理スリヤ
ランチは 500 円から、ナンのおかわりは自由です
スリヤ
SURYA
Indian Restaurant
TAKE OUT OK !
PARTY OK !
45 人までパーティ可能、パーティコースもあります。
ランチタイム:11:00~15:00
ディナータイム:17:00~23:00
毎日営業しております。
SHIKI-SHI HONCHO 5-24-3
埼玉県志木市本町 5-24-3
TEL: 048-476-4858
Mobile: 080-4163-9030

Happy Saraswati Puja

With best compliments

From:

LTS Plastics India Private Limited

Happy Saraswati Puja

From a well-wisher

Mrs. Tapati Banerjee

Welcome to ONLINE SHOP of PADMA Halal Food!!!

http://www.padma-tr.com, Email: info@padma-tr.com

Address: 8-30-4 Waseda Misato city, Saitama, Post: 341-0018

Tel: 0489505050; Fax: 0489505057; Cell: 08044771896, 08035901897

We have been importing foods directly for Bangladesh, India, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Thailand, Turkey, Tunisia, USA and many other countries.

Our halal food includes: Locally slaughtered Japanese beef and chicken, freshwater fish, different kinds of spices, oil, rice, lots of ready foods and sweets etc. We will ensure the best quality fresh and safe foods at your door with our fastest serve.

Next Day Shipping: Please send your order before 3 pm for next day delivery.

Please contact us directly for more information on wholesale and restaurant sales.

JRF

JAPAN REMIT FINANCE CO. LTD.
No.00024 Director General of Kanto Financial Bureau

International Money Transfer
Japan - India

Registration website: www.jpremit.com

RELIABLE EASY QUICK

Excellent Exchange Rate
Cheap Service Charge !

JRF Bank Accounts

ゆうちょ銀行	三井住友銀行	MIZUHO
Branch code : 001004	Hamamatsucho Branch	Hamamatsucho Branch
A/CNo : 0651984	A/CNo : 7547428	A/CNo : 1363930
Futsuu Account	Futsuu Account	Futsuu Account
カ)ジャパンレミットファイナンス	カ)ジャパンレミットファイナンス	カ)ジャパンレミットファイナンス

prabhu Money Transfer

BUSINESS PARTNERS

XPRESS MONEY simple. fast. safe

Service charge

¥1~ 1,000,000 = ¥1,500

- Can Deposit To Any Bank Account.
- Can Cash pickup only From Muthoot Finance.

Muthoot Finance

Cash pay only 50,000 RS per Transaction.

Service charge

¥1 – 30,000 = ¥850
¥30,000– 400,000 = ¥1,450

- Only Cash Pickup

SBI IDBI BANK BOI Indian Overseas Bank FEDERAL BANK Union Bank UNITED BANK OF INDIA PNB

Head office:
Modulo Hamamatsucho Bldg. 3F, 1-2-15,
Hamamatsucho, Minato-ku,
Tokyo, 105-0013, Japan
Mob: 080-3603-4338
Or 080-4296-7776
TEL: 03-5733-4337
Fax: 03-5733-4338
Email:info@jpremit.com

Okubo Office :
Daisan Yoshihara Bldg. 401, 2-27-4,
Hyakunincho, Shinjyuku-ku,
Tokyo. 169-0073. Japan
TEL: 03-5937-4418
Fax: 03-5937-4419

JRF

JRF এর মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ সর্বাদিক সাশ্রয়ী, বৈধ, নিরাপদ ও রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত।
আপনার কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা JRF এর মাধ্যমে দেশে পাঠিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে এগিয়ে আসুন।

Remittance through JRF is most affordable, legitimate, secured and comes with national guarantee.

Please come forward to contribute and strengthen your national economy by remitting your hard-earned foreign currency through JRF.

JRF

website: www.jpremit.com

Durga Puja 2013 (14th Oct. 20213)

KCSJ members with Ambassador of India (Japan). 9th October 2013

2013 Year end party (8th Dec.)

Kolkata Cultural Society Japan

http://www.kcs-japan.com E-Mail: info@kcs-japan.com

Kolkata Cultural Society Japan

KCSJ

Est. 2007